তারিখ ....4 JUL 2009...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম...৪.....

দৈনিক
ইত্তেফাক

কারিগরি শিক্ষায় আকর্ষণ বাড়াতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, দেশের কারিগরি শিক্ষা অবহেলিত। মাত্র ৩-৪ শতাংশ শিক্ষার্থী এ শিক্ষায় পড়ছে। এ খাতে ব্যয় হয় ২ শতাংশের কাছাকাছি।

গতকাল শুক্রবার শেরাটন হোটেলে প্রথম এনআরবি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্ভবনা সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত 'জাতীয় সমৃদ্ধির গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে জিডিপির ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় জিডিপির ২ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে ২ শতাংশ ব্যয় হয় কারিগরি শিক্ষায়। কারিগরি শিক্ষায় আকর্ষণ বাড়াতে এবং এ শিক্ষার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসারে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, যারা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে, যারা দেশের জনগোষ্ঠীকে চাকরি দেবে আগামী দিনগুলোতে তাদের চাহিদা বিবেচনা করেই কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।

দেশের শিক্ষা খাতের নানা সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্ধেক লোক এখনো নিরক্ষর। শতকরা ৯১ জন শিশু স্কুলে যায়। বাকি ৯ জন স্কুলে যায় না। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগেই শতকরা ৪৮ জন ঝরে পড়ে। মাধ্যমিক শিক্ষায় নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করেও ৪২ ভাগ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষার পূর্বেই ঝরে পড়ে। দারিদ্র্যতার কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এখনো এ চক্রে আমরা পড়ে আছি। তিনি বলেন, সরকার ২০১১ সালের মধ্যে সবাইকে স্কুলে নিয়ে আসার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। চা বাগান এলাকার শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, দেশের ২ হাজার প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা দরকার। সরকার প্রথমে দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে পড়া রোধে এ স্তরে সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দেয়া হবে। এ জন্য এবার ২১ কোটি বিনামূল্যের বই ছাপতে হবে।

অনুষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, ব্যাংক কনসাল্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন পরামর্শক মেহবুবুর রহমান, সিএমইএস-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর মহাপরিচালক মাসুদ আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ কায়সারুল হক।